বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০

(২০১০ সনের ৫৪ নং আইন)

কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহস্থালী কাজের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন, পরিবহন ও বিপণনের নিমিত্ত দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে, এবং প্রয়োজনে, বিদেশ হইতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী আমদানী করিবার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন এবং জ্বালানী সম্পর্কিত খনিজ পদার্থের দ্রুত আহরণ ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুসরণীয় বিশেষ বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর ঘাটতি চরমভাবে বিরাজ করিতেছে; এবং

যেহেতু জ্বালানীর সরবরাহের স্বল্পতাহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হইতেছে না; এবং

যেহেতু বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর ঘাটতিজনিত কারণে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহস্থালী কাজকর্ম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হইতেছে এবং উক্ত খাতসমূহে কাঙ্খিত বিনিয়োগ হইতেছে না; এবং

যেহেতু বিদ্যুতের অপর্যাপ্ত সরবরাহের জন্য উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, নূতন সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, প্রযুক্তির বিকাশ, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী, কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হইতেছে এবং জন জীবনে অস্বস্তি বিরাজ করিতেছে; এবং

যেহেতু বর্তমানে প্রচলিত আইনের অধীন প্রতিপালনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর ঘাটতি এবং অপর্যাপ্ততা নিরসন সময় সাপেক্ষ; এবং

যেহেতু বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর ঘাটতি এবং অপর্যাপ্ততা দ্রুত নিরসন একান্ত অপরিহার্য; এবং

যেহেতু কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহস্থালী কাজের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন, পরিবহন ও বিপণনের নিমিত্ত দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে, এবং প্রয়োজনে, বিদেশ হইতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী আমদানী করিবার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন এবং জ্বালানী সম্পর্কিত খনিজ পদার্থের দ্রুত আহরণ ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুসরণীয় বিশেষ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং মেয়াদ

১। (১) এই আইন বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) পূর্বেই রহিত বা মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হইলে, এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী [১][১৬ (ষোল) বৎসর] মেয়াদে কার্যকর থাকিবে।

সংজ্ঞা

২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(খ) "জ্বালানী" অর্থ-

(অ) প্রাকৃতিক গ্যাস, প্রাকৃতিক তরল গ্যাস (NGL),তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG),সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG), সিনথেটিক প্রাকৃতিক গ্যাস (SNG) বা সাধারণ চাপে ও তাপে গ্যাসীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয় এমন প্রাকৃতিক হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ ইত্যাদি;

(আ) কয়লা;

(ই) পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, ফার্নেস অয়েল এবং পেট্রোলিয়ামজাত অন্যান্য পদার্থ; এবং

(ঈ) নবায়নযোগ্য এনার্জি।

(২) এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪০ নং আইন), বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন), খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৯ নং আইন) এবং Electricity Act, 1910 (Act IX of 1910) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

আইনের প্রাধান্য

৩। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রস্তাব প্রণয়ন

৪। সরকার এবং সরকারি মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন সকল প্রতিষ্ঠান, এই আইনের অধীন বিদ্যুৎ বা জ্বালানীর দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন, পরিবহন ও বিপণন সংক্রান্ত যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ বা বিদেশ হইতে বিদ্যুৎ বা জ্বালানীর